আমেরিকান বাণিজ্য মেলা

মোকাম্মেল সরকার

# কমপিউটারকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে

স্থগিত হয়ে যাওয়া সার্ক সম্মেলনকে সামনে রেখে নব সাজে নব আঙ্গিকে সজ্জিত হোটেল শেরাটন-এর মেঝেতে রাষ্ট্রযন্ত্রের 'সুপারম্যান'-দের পদধুলি না পড়লেও ভিন্নধর্মী এক 'মেলা'কে উপলক্ষ্য করে কমপিউটার-প্রেমী হাজারো মানুষের পদচারণায় শেরাটন প্রাঙ্গন হয়ে উঠে মুখরিত, আলো-ঝলমল, উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত। তিন দিনব্যাপী এই মেলার নাম দেয়া হয়েছিল 'যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মেলা'। আয়োজক— আমেরিকান বাংলাদেশ ইকনমিক ফোরাম ও বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস। মেলায় অংশগ্রহণকারী ৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কমপিউটার কেন্দ্রিক। আর মূলতঃ তথ্য প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর 'সুপার পাওয়ার'কে ঘিরেই দর্শকদের উৎসাহ আগ্রহ ছিল সবচে' বেশী।

মাসিক কমপিউটার জগৎ মেলায় অংশগ্রহণকারী কমপিউটার বিপণন ও বাজারজাতকরণে নিয়োজিত এদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলাপ করে মেলার সার্বিক দিক সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে একটি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। দু'একটি প্রশ্নের উত্তরে তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও অন্য সব প্রশ্নের উত্তরে তারা সবাই প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। যেমন— মেলায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সবাই জোর দিয়েছেন ক্রেতার সংগে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রসঙ্গটি— 'লোকজনকে পণ্য বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া।' সরাসরি বিক্রী বা বুকিং হচ্ছে কিনা— এই প্রশ্নের উত্তরে মেলায় সরাসরি বিক্রী নিষেধ এই তথ্য দিয়ে আইবিএম-এর শাহজামান মজুমদার জানালেন— 'বুকিং হচ্ছে এবং অবশ্যই আশানুরূপ।' ডেস্কটপের-এর বোরহান উদ্দিন জানালেন— যে পরিমাণ অর্ডার পেয়েছেন তাতে তাদের তিন মাসের স্টক শেষ। টেকনোহেভেনের এইচ. এন করিম অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা শুনালেন, তিনি বললেন, 'বিক্রী বা বুকিং'কে মূল উদ্দেশ্য করে মেলায় অংশগ্রহণ করিনি।'

দর্শকদের ভীড়কে ইতিবাচক বলা যায় কিনা এবং গেলে তা শতকরা কতভাগ এর উত্তরে সিসকমের শাহদুল হক শতকরা ৩০ ভাগ দর্শককে 'সিরিয়াস' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, বাকী ৭০ ভাগ দর্শক ঘোরা-ফেরা ও বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আসে। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন কে. এস. এন্টারপ্রাইজের স্বত্তাধিকারী আব্দুল কালাম। লীডস-এর এস. এ. আজিজ জানালেন— ছাত্ররা আসছে। যাদের মধ্যে কমপিউটার সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি এই সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ হবে বলে জানিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছেন আইবিসিএস-এর আব্দুল তৌহিদ ও টেকনোহেভেনের এইচ. এন করিম। প্রথমোক্ত জন ৫ থেকে ১০ ভাগ দর্শককে 'জেনুইন' বলেছেন এবং পরের জন মাত্র ১ ভাগ দর্শককে চিহ্নিত করেছেন যারা সত্যিকার অর্থে জানার মনোভাব নিয়ে মেলায় আসে।

গতবারের মেলা এবং এই মেলার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে একটি বিষয়ে সবাই উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন আর তা হলো— মেলায় তিনদিনই দর্শকদের জন্যে উন্মুক্ত না রেখে একটা দিন শুধুমাত্র ব্যবসায়ী-ক্রেতাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা উচিত ছিল— যা গত মেলায় করা হয়েছিল। এটা না করায় প্রকৃত ক্রেতারা সাধারণ দর্শকদের ভীড়ে বিব্রতবোধ করেছেন এবং এতে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া কেউ কেউ খরচের বিষয়টি নিয়েও কথা তুলেছেন। একজন জানালেন— 'গত মেলায় স্টল বরাদ্দ ফি ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। আর এবার নেয়া হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা। এবং অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার টাকার বিপরীতে বাড়তি কোন সুবিধা আমরা পাইনি।'

বিশ্বব্যাপী কমপিউটার পণ্যের দাম ক্রমাগত কমে যাওয়ার যে সুবিধা ক্রেতারা ভোগ করছে তা আমাদের দেশের ক্রেতারাও ভোগ করছে কিনা জানতে চাওয়া হলে সবাই বলেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দাম কমালে এখানেও দাম কমবে এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী যাতে সহজে কমপিউটার কিনতে পারে সেজন্যে কমপিউটার ও আনুষাঙ্গিক পণ্য কিস্তিতে সরবরাহ করা সম্ভব কিনা জানতে চাইলে আইবিএম-এর শাহজামান মজুমদার এ বছর থেকেই এ ধরনের একটা উদ্যোগ নেয়ার কথা আমাদের জানালেন। ACT-র ফায়েজি জামিল বললেন— আমরা দাম কম রাখার ব্যাপারে সব সময়ই আন্তরিক। অ্যাবাকাশ এণ্ড অটো-মশনেরপরিচালক প্রকৌশলী এ. এস. এম. মঞ্জুরুল ইসলাম একই কথা জানালেন। ফ্লোরা লিঃ-এর মোস্তফা শামসুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন— 'আমরা কতটুকুইবা করতে পারি দাম কমানোর ব্যাপারে। ১৪% ভ্যাট, ৭.৫% ডিউটি ট্যাক্স ও ৫% অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের পর ইচ্ছে থাকলেও দামের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হবার উপায় থাকে না। কিস্তির ব্যাপারে জানালেন— এটা প্রবর্তন করলে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে একসময়, কারণ লোকজন পয়সা দেয় না। কিস্তির বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারে— এই কথা বলে ডেল-এর শাহদুল হক নতুন এক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা শুনালেন- - 'যেমন ধরুন কারো কাছে ডেল-এর পুরানো একটা মেশিন আছে এটা সে আমাদের কাছে নিয়ে এলে আমরা পুরানোটা রেখে সম্পূর্ণ নুতন একটা মেশিন তাকে দিয়ে দেবো।'

মেলা উপলক্ষ্যে প্রত্যেকেই তাদের প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি একাধিক নুতন পণ্যের সমারোহ ঘটিয়েছেন। ফ্লোরার স্টল থেকে জানানো হলো— আমাদের সব নতুন। মেলা শুরুর দিনও আমরা নুতন 'প্রোডাক্ট' রিসিভ করেছি। আইবিএম-এর স্টল থেকে নুতন যে কয়টি পণ্যের কথা বলা হয়েছে— তা হলো মাইক্রো কমপিউটার মাল্টিমিডিয়া, P.S. ValuePo-int. Compaq এর নুতন পণ্য হচ্ছে— কমপিউটার মাল্টিমিডিয়া, লেসার প্রিন্টার, সার্ভার ইত্যাদি।

এছাড়া Motorola, Beximco, K.S. Enter-prise, Abacus and Automation সহ অন্যান্য ষ্টল থেকেও জানানো হয়েছে একাধিক নতুন পণ্যের কথা। ডেল ২১টি নতুন পণ্য দেখিয়েছে।

স্টলের আঙ্গিক, কাঠামো ও বৈচিত্র অনুসারে IBM স্টলকে সেরা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। 3M অর্জন করেছে ২য় সেরা স্টলের মর্যাদা।

মেলায় আগত দর্শকদের শ্রেণী বিভাজন করতে গিয়ে একেক জন একেক রকম কথা বলেছেন। তাদের মতামত যাই হোক না কেন শেরাটনের বাণিজ্য মেলায় কমপিউটার ষ্টলগুলিতে তিনদিন ধরে দর্শকদের উপচে পড়া ভীড় এটাই প্রমান করে যে, কমপিউটারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে চলেছে।

CHANGE THE ADDRESS

TECHVALLEY COMPUTERS

OLD ADDRESS

HOUSE : 20
ROAD : 2
DHANMONDI R/A
DHAKA

NEW ADDRESS

139 KALABAGAN
MIRPUR ROAD
3rd Floor
DHAKA